দ্বিরুক্ত শব্দ

ভূমিকা

দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ দুবার বলা হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়। অর্থাৎ একই শব্দকে পর পর দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শব্দটিরই নতুন অর্থ হয়। কখনও শব্দের নতুন অর্থের ব্যাপকতা এবং প্রসারতাও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে দ্বিরুক্ত শব্দ নতুন শব্দ গঠনের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সে কারণে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে জানতে হলে দ্বিরুক্ত শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

২. বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শব্দটিই কখনও নতুন অর্থ কখনও বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। ফলে শব্দটির ব্যাপকতা এবং প্রগাঢ়তা প্রকাশ পায়। এই শব্দকেই দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত বলে।

সংজ্ঞা : দ্বিরুক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ- দুবার বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন শব্দ বা পদের পরপর দুবার প্রয়োগ বা পুনরাবৃত্তিকেই দ্বিরুক্ত শব্দ বলে।

যেমন- আমার শীত লাগছে। এই বাক্যটিতে যথার্থ শীত লাগা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, 'আমার শীতশীত লাগছে, তখন শীত নয় তবে শীতের ভাব অনুভূত হচ্ছে- এই অর্থটিই প্রকাশ পায়।

বাংলা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, সমাপিকা ক্রিয়া; এক কথায় সকল প্রকার পদেরই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বস্তা-বস্তা, পর পর, চোখে চোখে, হেসে হেসে, হায়হায়, খাও খাও ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দগুলো শব্দের বিশেষ অর্থ, সম্প্রসারিত অর্থ, নতুন অর্থ, অনেক সময় মনের ভাব, শূন্যতাবোধ, স্তব্ধতা এমন কি নিঃশব্দতাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ অর্থের ব্যাপকতা, গভীরতা, পুনরাবৃত্তি, অসম্পূর্ণতা, অনিশ্চয়তা, তৎক্ষণাৎ, বাহুল্য ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিরুক্ত শব্দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দ্বিরুক্ত শব্দ একদিকে যেমন আমাদের মনের বিশেষভাবকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে বাক্যের অর্থগৌরব ও ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেউ চলে যাওয়ায় বাড়ি কতখানি শূন্য লাগছে তা বোঝাবার জন্যে "তুমি চলে যাওয়ায় বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।"

ঠিক একইভাবে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, হাসতে হাসতে গলায় গলায়, ঝুরি ঝুরি, মুঠোমুঠো, প্রতিটি শব্দই দুবার ব্যবহারের ফলে নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দ আছে। যেমন-

(১) শব্দের দ্বিরুক্তি, (২) পদের দ্বিরুক্তি, (৩) অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

ক. অর্থহীন শব্দ　　খ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ

গ. দুবার বলা হয়েছে এমন　　ঘ. নতুন শব্দ

২। জ্বর জ্বর অর্থ বলতে বোঝায়–

ক. জ্বরের ভাব　　খ.খুব জ্বর

গ. অল্প জ্বর　　ঘ. জ্বর

৩। 'সকাল সকাল' বলতে বোঝায়-

ক. অর্থ নেই　　খ. সকালে

গ. দুপুরের আগে　　ঘ. তাড়াতাড়ি

৪। 'চোখে চোখে' রাখা এখানে চোখে চোখে অর্থ হল–

ক. চোখ　　খ. দুই চোখ

গ. অর্থহীন শব্দ　　ঘ. সতর্ক দৃষ্টি রাখা

৫। দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার?

ক. দুই　　খ. তিন

গ. চার　　ঘ. ছয়

৬। দুটো বাক্যে 'হাত' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে লিখুন।

ক. রহিমের হাতে বই ছিল।　　খ. রহিম হাতে হাতে ফল পেল।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তরমালা

১। গ　২। ক　৩। ঘ　৪। ঘ　৫। খ　৬। ক. হাত অর্থে ৬। খ. তৎক্ষণাৎ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. শব্দের দ্বিরুক্তি কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।

২. শব্দের দ্বিরুক্তি গঠনের প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন।

৩. শব্দের দ্বিরুক্তি কিভাবে বাক্যে প্রয়োগ করা যায় তা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা : একই শব্দ দুবার ব্যবহার করার পর শব্দ দুটো অবিকৃত থেকে গেলে তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে।

যেমন- ঘনঘন, লাল লাল, বড় বড়, বস্তা বস্তা, শীত শীত ইত্যাদি।

অনেক সময় একই শব্দ দুবার ব্যবহারের ফলে কোন অর্থ প্রকাশ করে নিচে তা দেখানো হল।

ক. বাহুল্য বোঝাতে :	বস্তা বস্তা চাল, ঝুড়ি ঝুড়ি আম, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ ইত্যাদি।
খ. অল্পতা বোঝাতে	জ্বরজ্বর ভাব, শীতশীত বোধ, হাসি হাসি মুখ, কবি কবি ভাব।
গ. তাড়াতাড়ি বোঝাতে	সকাল সকাল আসবে, হাতে হাতে ফল পাওয়া ।
ঘ. ধারাবাহিকতা বোঝাতে	দিন দিন ভাল হওয়া, বছর বছর পাস করা, মাস মাস মাইনে দেয়া।
ঙ. বহুবচন অর্থে	লাল লাল ফুল, ছোট ছোট ঘর, নতুন নতুন নাম।
চ. গুণ বোঝাতে	গরম গরম ভাত, মিষ্টি মিষ্টি কথা।

দ্বিরুক্ত শব্দ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়

১. একই শব্দ দুবার ব্যবহার করে। ঘর ঘর, বড় বড়, ঘন ঘন ইত্যাদি।

২. সমার্থক শব্দ যোগে : একই অর্থবাচক দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। যেমন- মাথা-মুণ্ড, খোঁজ-খবর, ভাবনা-চিন্তা, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

এই জাতীয় দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহারে অর্থের ব্যাপকতা বোঝায়। যেমন আলাদাভাবে বিপদ কিংবা আপদ বলতে সে অর্থ প্রকাশ করে, যুক্ত শব্দে অর্থের ভিন্নরূপ প্রকাশ পায়। সমষ্টিগতভাবে আপদ-বিপদ বলতে নানা প্রকার দুর্যোগের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

৩. অনেক সময় দ্বিরুক্ত শব্দ জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির সামান্য পরিবর্তন করা হয়। যেমন- ডাকাডাকি, বকাবকি, ফিটফাট, মিটমাট, নাদুস-নুদুস ইত্যাদি।

৪. অনেক সময় বিপরীত অর্থবোধক দুটো শব্দযোগেও দ্বিরুক্ত শব্দ হয়। যেমন- দেনা-পাওনা, লেন-দেন, রাজা-প্রজা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. 'রাগ রাগ' শব্দের অর্থ -

ক. অনেক রাগ খ. অল্প রাগ গ. রাগের ভাব, ঘ. রাগ নয়

২. 'ঘন ঘন' শব্দের অর্থ -

ক. বারবার খ. অনেক গ. জমাট মেঘ ঘ. শব্দ

৩. কোনটি সমার্থক শব্দযোগে গঠিত দিরুক্ত শব্দ?

ঘর ঘর খ. লাল লাল গ. মাথা-মুণ্ডু ঘ. দেনা-পাওনা

৪. কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি বাহুল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. হাসি হাসি মুখ খ. দিন দিন গ. মুঠো মুঠো ঘ. হাতে হাতে

৫. বিপরীত অর্থবোধক শব্দযোগে কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি গঠিত?

ক. রাজা-প্রজা খ. ভাবনা-চিন্তা গ. ডাকাডাকি ঘ. চোর চোর

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শব্দের দ্বিরুক্ত কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

নিচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করুন :

২. কড়াকড়া, ঘড়িঘড়ি, লড়াই-লড়াই, চোর-চোর, টাট্‌কা-টাটকা, তাজাতাজা, রাগরাগ, বোঝা বোঝা, কবি কবি।

৩. দুটো পৃথক বাক্যে ব্যবহৃত রেখাযুক্ত শব্দের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করুন।

ক. ঘরটি একেবারে ফাঁকা।

খ. তুমি চলে যাবার পর ঘরটি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

গ. সকাল বেলা সূর্য ওঠে।

ঘ. সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে।

চ. উপরে উঠতে কষ্ট হয়।

ছ. উপরে উপরে ভাল আসলে পাকা বদমাশ।

জ. লাল ফুল আন।

ঝ. লাল লাল ফুল আনবে।

৪. নিচের শব্দগুলোর বাক্য রচনা করে অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করুন -

মনে মনে মনে	তলে তলে তলে	পড় পড় পড়	কাল কাল কাল	বছর বছর বছর	দিন দিন দিন	ভাসা ভাসা ভাসা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ ২. ক ৩. ক খালি, খ শূন্যতা, গ প্রভাত, ঘ. তাড়াতাড়ি, ঙ. উচ্চতায়, চ. বাইরে, ছ. লাল রঙের, জ. অনেকগুলো লাল ফুল
৪. গ, ৫. গ ৬. ক

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* পদের দ্বিরুক্তি কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* পদের দ্বিরুক্তি ব্যবহারের ফলে একই পদ কেমন করে নানা অর্থ প্রকাশ করে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা : একই বিভক্তি যুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদের দ্বিরুক্তি বা পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে।

বাংলা ভাষায় সকল পদেরই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ হয়ে থাকে। অনেক সময় বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদের দ্বিরুক্ত প্রয়োগের ফলে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে।

১। বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি (দ্রুততা অর্থে) সঙ্গে সঙ্গে, রাতে রাতে, হাতে হাতে ইত্যাদি।

ক. দীর্ঘকালীনতাবাচক : চলতে চলতে, হেসে হেসে, ঘন্টায় ঘন্টায়, কথায় কথায় ইত্যাদি।

খ. সংযোগ বাচক শব্দ বোঝাতে : বুকে বুকে, পাথরে পাথরে, কাঠে কাঠে ইত্যাদি।

গ. সর্বদা লেগে থাকারভাব বোঝাতে : কাছে কাছে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, পায় পায় ইত্যাদি।

২। **বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি**

সংখ্যা স্বল্পতা বোঝাতে - ভিজে ভিজে, কাঁদো কাঁদো

৩। **সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি**

বহুবচন বোঝাতে : কাকে কাকে, কেউ কেউ, যে যে, কে কে ইত্যাদি।

৪। **ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি**

ক. সময়ের স্বল্পতা : দেখতে দেখতে, বলতে বলতে, উঠতে উঠতে, চলতে চলতে।

খ. পুনঃপুনঃ অর্থে : বসে বসে, খেতে খেতে, ডেকে ডেকে।

গ. আগ্রহ অর্থে : বল বল, চলুন চলুন, আসুন আসুন।

ঘ. বিশেষণ অর্থে : মরে মরে অবস্থা, যাবে যাবে ভাব।

ঙ. সম্ভাবনা অর্থে : করি করি, আসে আসে, আসবে আসবে।

৫। **অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি** সাধারণত দুভাবে হয়

১. একই পদের দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন– নেচে নেচে, ভয়ে ভয়ে, জনে জনে, মাঠে মাঠে, ধীরে ধীরে

২. একটি পদ সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেমন– হাতে নাতে, মাঠে-ঘাটে, আকাশে-বাতাসে, জোরে-সোরে, আশে-পাশে, ধনে-জনে ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দগুলো অনেক সময় বিশিষ্ট অর্থে বাগধারা রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই; হাড়ে হাড়ে, গলায় গলায়, বাঘে-মোষে, বাছাবাছা, চোখে-চোখে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. লোকটি হাড়ে হাড়ে শয়তান।

ক. বদমাশ খ. বেশি শয়তান গ. হাড়ের মাঝে শয়তানি ঘ. চোর

২. থেকে থেকে জ্বর আসে।

ক. বারবার খ. সব সময় ঘ. একটু পরপর ঘ. একদিন পর

৩. চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়েছে।

ক. সঙ্গে সঙ্গে খ. হাতে ধরা গ. একটু পর ঘ. কোন অর্থ নেই

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. পদের দ্বিরুক্তি কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

২. নিচের শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করুন -

চোখে চোখে, নেচে নেচে, হাড়ে হাড়ে, ফাঁকে-ফাঁকে, মুখে মুখে, হেসে হেসে।

বাক্যে ব্যবহৃত নিম্নরেখ শব্দটির সঠিক অর্থে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ, ২. গ ৩. ক

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে লিখতে ও বলতে পারবেন।
* ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা

বাংলা ভাষায় এমন বহু দ্বিরুক্ত শব্দ আছে যা কোন বাস্তব ধ্বনির অনুকারী বা নিছক কোন ধ্বনির কাল্পনিক অনুকরণ করে। এই জাতীয় শব্দকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এমন একই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুবার প্রয়োগের নামই ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি বা ধ্বনির দ্বিরুক্তি।

এই ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো বাংলা ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।" এ ধরনের শব্দগুলো অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। যেমন বলা যায়, তালটা পড়ে টিপ্ আওয়াজ করল।

এখানে তাল পড়ার শব্দকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যখন বলা হয়, "আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করছে।" এখানে 'টিপ্ টিপ্ কোন শব্দ নয় মনের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করেছে। এভাবে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলোর দ্বারা আমরা সব রকমের শূন্যতা, নিঃশব্দতা, স্তব্ধতা, তীব্রতা, বাতাসের শব্দ, কোন কোন রঙের বর্ণনাও করতে পারি। যেমন, টকটক শব্দটি কোন কঠিন পদার্থের কিছু ঠোকার আওয়াজ বোঝায়। কিন্তু যখন বলি, টকটকে লাল শাড়ি, এখানে লাল রঙটি এমন কড়া যে আমাদের চোখের দৃষ্টিতে আঘাত করে। ঠিক এমনি ধবধবে সাদা, কুচকুচে কালো ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ বিভিন্নভাবে হতে পারে

১। **মানুষের বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণের সাহায্যে :** ভেউ ভেউ করে কাঁদা, ট্যাট্যা করে কাঁদা, হা হা করে হাসা, ঠাঠা করে হাসা ইত্যাদি।

২। **জীব-জন্তুর ধ্বনিকে অনুকরণ করে :** মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ডাক), গুনগুন (মৌমাছির ডাক) ইত্যাদি।

৩। **কোন বস্তুর ধ্বনির অনুকরণে :** ঝমঝম (বৃষ্টির শব্দ), চুকচুক (দুধ খাবার শব্দ) মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ইত্যাদি।

৪। **অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির শব্দ :** চিকচিক, ঝিকমিক, কুটকুট, ম্যাজম্যাজ, ঘিনঘিন, ঘ্যানঘ্যান, সুড়সুড়, চিনচিন, ছমছম ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলো অনেক সময় বিভিন্নপদ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য রূপে : পানির কলের টিপ্‌টিপানি আমাকে পাগল করে দেবে। এমনি, বকবকানি, ঝমঝমানি, ছটফটানি।

বিশেষণ রূপে : ঢুলু ঢুলু চোখে বসে আছে। শিশুটি টলমল করে হাটছে।

ক্রিয়ারূপে : মেয়েরা কলকলিয়ে কথা বলে উঠল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্নোত্তর :

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. লাললাল জ্বর জ্বর গ. কাকে কাকে ঘ. শন্ শন্

২. কোনটি মানুষের ধ্বনির অনুকার?
ক. মিউ মিউ খ. কা কা গ. হা হা ঘ. ভন ভন

৩. কোনটি 'বিশেষণবাচক' শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ঘেউ ঘেউ খ. বকবকানি গ. কুহ কুহ ঘ. ছল ছল

৪. কোনটি শূন্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. শাঁ শাঁ খ. ঝাঁ ঝাঁ গ. মট মট ঘ. খাঁ খাঁ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

২. নিচের ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ দেখান :

ঝমঝম, মিন্‌মিন, দপ্‌দপ, শাঁশাঁ, শোঁ শোঁ, ঝন্‌ঝন্, কুট্‌কুট্, খাঁখাঁ, মট্‌মট্, ফিক্ ফিক্, ফট্‌ফট্।

উত্তর

১. ঘ, ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. দ্বিরুক্তি কাকে বলে? বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োজনীয়তা উদহারণ সহ লিখুন।
২. বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দ কত প্রকার উদাহরণ সহ লিখুন।
৩. শব্দের দ্বিরুক্তি ও পদের দ্বিরুক্তির পার্থক্য দেখিয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৪. অর্থ লিখে বাক্য রচনা করুন:
কানে কানে, গলায় গলায়, হাড়ে হাড়ে, শীত শীত, ধূ ধূ, কবি কবি, ছল ছল।
৫. 'ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ আলোচনা করে' উদহারণ দিয়ে উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দেখান।
৬. পাশে দেয়া উপযুক্ত দ্বিরুক্ত শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক. আমার গা ---------- করছে।
খ. ---------- আর ভাল লাগে না।
গ. ছেলেটির সবসময় ---------- ভাব।
ঘ. ---------- তোমাকেই খুঁজছিলাম।
ঙ. ছেলেটির ---------- স্বভাব অসহ্য লাগে।
চ. সব সময় মেয়েটির ---------- ভাল লাগে না।
ছ. ছেলেটি ---------- সন্দেশ খেয়ে ফেলল।
জ. ---------- শহীদ মিনার ভরে আছে।

ছম ছম, কবি কবি, মনে-মনে, প্যান-প্যানানি, বক-বকানি, মিন মিনে, থালা-থালা, ফুলে ফুলে।

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন।

৬. ক. ছমছম, খ. বকবকানি, গ. কবি কবি, ঘ. মনে মনে, ঙ. মিনমিনে, চ. প্যানপ্যানানি, ছ. থালা থালা, জ. ফুলে ফুলে।